দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 FEB 1997 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

15

শূন্যপদে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের এম,পি,ও ভুক্তি প্রসঙ্গে

আমি একটি বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক। সরকারী নিয়োগ বিধি মোতাবেক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হইবার পর কাজে যোগদান করিয়া অদ্যাবধি কর্তব্য পালন করিয়া আসিতেছি। আমাকে এম, পি, ওতে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহোদয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে বিগত ১৪/৪/১৯৯৬ তারিখে যথারীতি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দপ্তরে পাঠাইয়াছেন।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত এক পরিপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, ৩০শে জুন ১৯৯৬ তারিখের পূর্বে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাগজপত্র জমা দেয় নাই তাহাদের এম,পি,ও ভুক্তি পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে। পরিতাপের বিষয়, যাহারা ৩০শে জুনের পূর্বে কাগজপত্র জমা দিয়াছে, তাহাদেরকেও অজ্ঞাতকারণে অদ্যাবধি এমপিও ভুক্ত করা হয় যাই।

বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়, সারা দেশে আমার মত হাজার হাজার শিক্ষক দীর্ঘ প্রায় এক বছর যাবৎ বেতন-ভাতা না পাইয়া চরম মানবেতর জীবন-যাপন করিতেছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই সম্পর্কে এখন নীরব।

বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জনবল বদ্ধি না করার সার্কুলার জারির পূর্বে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধ করার কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। বরং ইহা অমানবিক ও মানবাধিকার লংঘনের সামিল।

পরিশেষে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী সমীপে আমাদের আকুল আবেদন, মানবিক কারণে হইলেও ইতিমধ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দ্রুত প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া সমাজে মানুষ হিসাবে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনের পথ সুগম করিয়া দিন।

—আবদুস সালাম আজাদ, গ্রাম ও ডাকঘর, দুমকি, থানা ও জিলা: পটুয়াখালী।